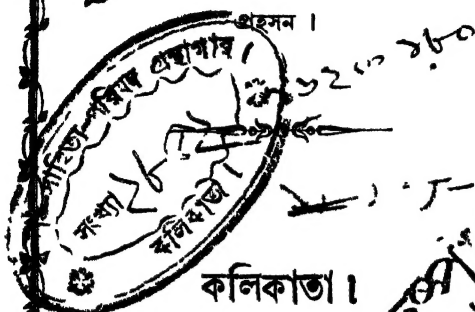


লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু ।

৫½ ২৫০



কলিকাতা ।

করন্‌ওয়ালিস ক্রীট ৩৮ নম্বর ভবনে কলকাতা
প্রেসে জীবননাথ দে দ্বারা মুদ্রিত ।

সন ১২৭৮ সাল ।

মূল্য ১০ টা বি আনা মাত্র ।

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু ।

গ্রন্থন ।

১২৭৮



কলিকাতা ।

করন্‌ওয়ালিস স্ট্রীট ৬৮ নম্বর ভবনে কলম্বিয়ান

প্রেসে শ্রীযদুনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত ।

সন ১২৭৮ সাল ।

মূল্য ১০ চারি আনা মাত্র ।

মাটোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষগণ ।

বৃষধ্বজ কুলীন ।

বসন্তকুমার ধনীর সন্তান ।

শ্যামাচরণ ।
হরিনাথ ।
গোপীমোহন ।

} ভদ্রলোক ।

রঘুরাম ডাকহিত ।

বেচারাম কুপণ ।

বিদ্যাবাগীশ ... তট্টাচার্য্য ।

মহেশ্বর
গদাধর

} ভদ্রলোক ।

তোলা চাকর ।

জক, ইন্সপেক্টর, উকীল, ডুরি ইত্যাদি ।

স্ত্রীগণ ।

স্বানমোহিনী কুলীন-কন্যা ।

যুজ্ঞা ।

দুঃখ

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু !

(প্রহসন ।)

প্রথমাক্ষ ।

প্রথম গভাক্ষ ।



বসন্তকুমারের বৈঠকখানা ।

বসন্তকুমার ও বৃষধ্বজ উপবিষ্ট ।

বৃ। চেঁটার অসাধ্য কাহ্নই নেই ।

ব। আমি দাসী বেটীকে দিয়ে যোগাড় দেখবো ?

বৃ। তা হলে একাশ হবার সম্ভাবনা ।—এক উপায় আছে ।

ব। কি উপায় ?

বৃ। আমি তার ভাব গতিকে বুঝেছি, সে এক রকম নিহরাণী । কিন্তু—

ব। কিন্তু কি ?

বৃ। কিন্তু কিছু ব্যয়সাধ্য ।

ব। এই কথা ; টাকার জন্যে আমি পেঁচপাঁও নই । কত টাকার দরকার ?

২ লোভে পাগ, পাগে মৃত্যু ।

রু। আমার বোধ হয় শ পাঁচেক টাকা দিলে সে রাজী হতে পারে। (উচ্চৈঃস্বরে) ওহে বাপু একবার নেড়ে বাঁদ ।

নেপথ্যে । আজ্ঞে, যাই ।

ব। আমি পাঁচশই দেব ।—যথার্থ বলতে কি দাদা, অমন রূপ আমি কখন দেখিনি । সে দিন ছাতের উপর কাপড় শুকুতে দিতে উঠেছিল । মাইরি দাদা তোমাকে বলুন কি, প্রাণ যেন ছট্‌ফট কর্ত্তে লাগল ।—ওরে যত টাকা লাগুক (ভৃত্য তামাক দিয়া গেল) ।

রু। (তামাক টাকতে ২) যদি ভালই না হবে, তবে তোমার কাছে থাকা কেন ?—শর্মা ও বিষয়ের জুহুরী ।

ব। আচ্ছা বৃষধরজী দাদা, ওর সঙ্গে তোমার আলাপ হলো কেমন করে ?

রু। ও আমাদের টুঁষু কি না ? আমার মেজো মামীর বন্ধু ।—অমাদের কুলীনের জানইত—মাতানহাশ্রয়ে বাস ; আমি আমার বাড়ী থাকতেম্, ও মাজে মাজে আমাদের বাড়ী আসত, তাতেই চেনা পরিচয় আছে ।

ব। এ কথা কি তুমি তারে নিজে জানালে ?

রু। মহাতারত ! তাও কি পারা যায় ?—বেহলা নাপুতিনীকে দিয়ে । কাণ্টা হাঁসিল হলে মাগীকে কিছু দিতে হবে ।

ব। অবিশ্যি, তা হবে বৈকি !

রু। জিনিষ্টে যে ফেস্ রয়েছে । ভাতার মরে যাওয়া অর্থাৎ কোন বেটা ছুঁতে পায় নি । আর বয়েস্, সবে বছর ষোলয় পড়েছে ।— “বালা স্ত্রী ক্ষীরভোজনম্ ।”

ব। কিন্তু দাদা একটু ভয় ভয় কচ্ছে ।

বু। ভয় কি ? পুরুষ বাচ্ছা কেন্দি ডর ? আমি তোমার মন্ত্রী রয়েছি ; মন্ত্রীর জোর থাকতে রাজা মাৎ হবে ?

ব। ধর্ম নোকার কিস্তি সামলান কঠিন !

বু। কুছ পরোয়া নেই । তুমি নাকি এ কাজের এপ্রেন্টিস্ তাতেই কিছু ভয় হচ্ছে । আমি যা বলে দেব তাই করো ; তার পর যদি কিছু হয়, আমি তার দায়ী ।—
তুমি টাকাটা যোগাড় কর ।

ব। টাকা ত হাতে নেই ; ধার করতে হবে ।

বু। তার ভাবনা কি ? আমি আল্ই টাকা দেওয়াতে পারি—পাঁচ শ টাকা বই ত নয় ?

ব। আচ্ছা, আল্ই রাজি আছি—গরু চার বাগান বাঁদা রাখব ।

বু। কিন্তু মেয়ে মানুষের টাকা, সুদ কিছু বেশি দিতে হবে ॥

ব। কি দর ?

বু। মাসে শত করা পাঁচ টাকা ।

ব। তাই, তাই, তার জন্যে আমি ভাবি না ।

বু। তুমি আল্ সন্দের সময় আমার বাড়ীতে যেও ; লেখা পড়া করে টাকা দেওয়াব । কাল দিনের বেলা উদিকের সব ঠিকঠাক করে, সন্ধ্যা বেলা কুঞ্জবনে—

রাগিণী বাহার, তাল আড়াঠেকা ।

মিলাব তোমারে সখা ভুবন-মোহিনী সনে ।

হেরিয়ে মুরতি যার, লাজ পায় রতি মনে ॥

প্রফুল্ল কমল ফুল, সে মুখের নহে তুল ;

হরিণী মেনেছে হার হেরে তার নয়নে ॥
 সে তব ধরিবে কর, হানিবে কটাক্ষ শর,
 তুমিবে শ্রবণ তব অনিয়ম সম বচনে ॥
 না রবে বিরহ দুঃখ, উপজিবে মহা মুখ,
 ভাসিবে আনন্দে মন তার প্রেম আলিঙ্গনে ॥

ব। বাহবা, বুধধ্বজ দাদা বেশ !

বু। তবু সাদা চক্—

ব। লাল চক্ কর্তে চাও ?

বু। কতি কি ?

ব। তবে বস, আনাই। (প্রস্থান)

বু। (স্বগতঃ) বেটাকে খুব কাঁদে ফেলেচি—আর মাস দুই এ বেটার সঙ্গে থাকলেই, বেটার ভিটেয় ঘুঘু চরাব। তিন মাসে বেটার সাত হাজার টাকা খরচ করিয়েচি। সেই সাত হাজারের মধ্যে চারটি হাজার শর্ম্মার গৃহগত। ছোঁড়াটার ডব্কা বয়েস্; এই সময়ে নতুন নতুন আমোদ দিতে পারিলেই, হাত মারা যায়। আচ্ছ ত পাঁচ শ টাকা আদায় কর্লেম; পঞ্চাশ, হোর এক শ টাকা ছুঁড়িকে দেব, বাকি চার শ টাকা শর্ম্মার লাভ। এ সওয়ায় মাসে পাঁচ পাঁচে পাঁচিশ টাকা সুদ পাওয়া যাবে। আমার ষোলটি বিবাহ; তার মধ্যে এখানে বিয়েটা করে যেমন লাভ হয়েছে, তেমন আর কোন যায়গায় হয়নি।—
 শ্বশুরের বিষয়টা পাওয়া গেল, নবীন বস্ আর

নীলকমলার অর্ধেক বিষয় লাভ করা গেছে—আর দু এক মাসের মধ্যেই বসন্তের ও দফা রক্ষা হবে। তার পর গোকুল বাবুর ছেলেটির মাথা খেতে হবে। — বরানগরের শ্বশুর বেটার অনেক বিষয় ; বেটার ছেলে পুলে ও কিছু নেই; খালি তিনটে মেয়ে। দু বছর হলো, নাগের দুহাজার টাকার গহনা চুরি করে পালিয়ে এসেছি, সেই পর্যন্ত আর যাইনি; কিন্তু সে দিন শুন্লেব তার একটা ছেলে হয়েছে; সমুদয় বিষয়টা হস্তগত কর্শো। কোন বেটাকে এক কড়া ও দেব না। এই যে ছোঁড়া কগ্নাকের বোতল আর গেলাশ হাতে করে আস্চে। বেলাটা অনেক হয়েছে— তায় আবার এখনি চুনির বাড়ী নেমন্তন্ন যেতে হবে ; সে শালী নদের খরচ্চটা আমার ঘাড়ে ফেল্বে দেখচি ; বোতলটা সেই থানেই নিয়ে যাই।

(বসন্তের প্রবেশ ।)

বু। বসন্ত বাবু, অনেক বেলা হয়েছে, আমি চল্লেম্ ।

(উত্থান ।)

ব। বিলক্ষণ ! আমি মাল আন্লেম্, আর তুমি চল্লে ?

বু। ওটা কি আমার জন্যেই আন্লে ?

ব। তানয়ত কি ?

বু। আরে না, অনেক বেলা হয়েছে খাই দাই গে—ওটা তুমি তুলে রাখ ।

ব। বিলক্ষণ ! বাননের নাগকরে আন্লেম্, এ আমি তুলে রাখ্বে ?

বৃ। তবে পুর্ণিমের দিন ব্রাহ্মণকে দান কর—সামিসু করে
খাওয়া যাগুগে ।

বসন্তের হস্ত হইতে বোতল গ্রহণ ।

সঙ্গীত ।

রাগিণী দেশ-মোল্লার, তাল আড়াঠেকা ।

বোতলবাসিনী প্রিয়ে এস এস মম করে ।

যতনে গোপনে রাখি তোরে বসন ভিতরে ॥

এভুবনে স্নুধা নাই, যে বলে তার মুখে ছাই,

তারিতে মানবগণে স্নুধা স্নুরূপ ধরে ॥

এখন চল্লেম, সন্দের সময়ে তুমি যেও, আমি ষ্ট্যাম্প
কিনে নিয়ে যাই । (প্রস্থান)

ব। যাই আমি ও স্নান করিগে ; অনেক বেলা হয়েছে ।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাক ।

কুঞ্জবন ।

বসন্তকুমার উপবিষ্ট ।

ব। (সোৎসুক) বৃষধ্বজটা ত সন্দের সময়ে গেচে ।

রাত্রি প্রায় আটটা বাজে, এখন ও যে আস্চে না ।

কিছু বিপদ বা ঘটলো ? না, তা হবে না, বৃষধ্বজ দাদা

সহজিত লোক ।—দেখি দেখি চারু দিকে, কৈ ? অন্ধ-
 কার যে, কিছুই দেখতে পাই না । (নিস্তব্ধ) তাই ত
 এবোটো কচ্ছে কি ? ঐ যে পায়ের শব্দ হচ্ছে না ?
 (দেখিয়া) আরে মলো! শ্যালুটা । যা হোক যায়গাটা
 অতি চমৎকার হয়েছে ; জন মানবের সম্পর্ক নেই,
 নির্ভয়ে আমোদ প্রমোদ করা যাবে । বৃষধ্বজ আচ্ছা
 চৌকোশ ! বৃষধ্বজ এর ভেতর না থাকলে আমার
 আশা সফল হতো না, শুধু তাই কেন ? বৃষধ্বজই
 এবিষয়ের মূল । এখন ও আস্চে না ! (দণ্ডায়-
 মান) কি হলো, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না ।
 (বাহিরের দিকে) বৃষধ্বজ দাদা নাকি ? কৈ ? কেউ
 নয় । তাই ত এ শালা কল্লে কি ? আমার প্রাণ
 যে ধড়ফড় কচ্ছে । (উপবেশন) এ শালা ধরাই বা
 পড়লো ! (পৃষ্ঠে চাপড় মারিয়া) হাঃ শালার মশা,
 শালার মশা কাপড় ফুঁড়ে কামড়ায় ! কি করি !
 এতো মহা বিপদে পড়লেম্ !—ঐ যে কে দু জন
 শাদা মত আস্চে না ? (উঠিয়া বাহিরের
 দিগে) আস্চে বটে । (হাত তালি) কৈ ? উদি-
 গে চলে গেল যে ! তবে বুঝি ওরা নয় । (উপবে-
 শন) শালার ব্যাটা, পাজি ব্যাটা, নচ্ছার ব্যাটা,
 কি কচ্ছে ? (পৃষ্ঠে চাপড় মারিয়া) উহ্হঃ শালার
 মশা গাটা একেবারে ফুলিয়ে দিলে, বাপুরে বাপু
 ঐ যে পায়ের শব্দ শুন্তে পাওয়া যাচ্ছে । এই বারে
 বোধ হয় আস্চে

(বৃষস্পজ ও ভুবননো-নীর প্রবেশ)

ব। ছিঃ বাবা, এত দেরি কর্তে হয় ? মশাতে আমার অর্ধেক রক্ত খেয়ে ফেলে । এত দেরি হলো কেন ?

বু। যে করে এনেছি তা আমিই জানি । এমন উপায়ে ও মানুষ পড়ে ?

ব। কেউ জানতে পেরেচে নাকি ?

বু। আমি এর ভেতর থাকতে জানতে পারি ? তা হলে গলায় দড়ি দিয়ে মরি না কেন ? এস ভুবন বস ।

(সকলের উপবেশন) ।

ব। তবে দেরি হলো কেন ?

বু। আমি ত তোনাকে এখানে রেখে গেলাম ; গিয়ে এঁদের বাড়ীর ধারের শুপুরি গাছ বেয়ে উঠে সব ছাতে পা দিয়েছি, অমনি এক বেটী কেতুত মনে করে আঁতকে নাৎকে উঠলো ; আমি ত ঝুপ করে নীচেয় পড়লেন । ধর্ম রক্ষে করেচেন যে নীচে কাঁটা খোঁচা ছিল না, তা হলে হয় ত এত-ক্ষণে হাঁসপাতালে যেতে হতো । কিন্তু গুয়ের উপর পড়ে গেলেম, পাটাতে অস্পই দরদ লাগল । আস্তে আস্তে উঠে বাড়ী চল্লুম, রাস্তার উপর উঠতে বেহলা নাপ্তিনীর সঙ্গে দেখা হলো ।

ব। তার পর ?

বু। তার পর সেই মাগীকে বল্লুম যে তুই ভুবনকে ডেকে নিয়ে বড়পুকুরের ধারে দাঁড়াগে ; আমি বাড়ী থেকে কাপড় চোপড় ছেড়ে আসি । বাড়ী গিয়ে কা-

পড় চোপড় ছেড়ে দৌড়োদৌড়ি এঁরে সঙ্গে করে নিয়ে আস্চি। এখন তোমাদের দুই হাত এক করে দি—(ভুবনের হস্ত লইয়া বসন্তের হাতে দিয়া) “ কাল চাঁদ চাঁদ চাঁদ চাঁদের বামে চাঁদ-বদনী, মরি হায় চাঁদবদনী দাঁড়াল । ”

ব। বৃষধ্বজ দাদা, তোমায় আর কি বলব বাবা, তুমি আমাকে জন্মের মতন কিনে রাখলে । তোমার এখন আনি পরিশোধ কর্ত্তে পারোঁনা ।

বু। এখন আমায় খ্যাঙ্গি কর ?

ব। দুশো বার—দু হাজার বার, দু লাক বার ।

বু। ভুবন, অনন্ চুপ করে রইলে কেন ভাই ?

ভু। আমার কেমন ভয় হচ্ছে ।

ব। “ কেন প্রমাদ ধনি, গণিছ মনে, তোরে রাখব হৃদয়ের মাঝে ওলো নবীনে । ”

ভু। বৃষধ্বজ দাদা, তুমি ভাই আমাকে ঘরে রেখে এস ।

ব। কেন প্রিয়ে, তুমি এত উতলা হোচ্ছে ? তুমি আমার মাগরছেঁচা মাগিক, তুমি আমার বুকের কল্জের হাড়, তুমি আমার সর্বস্ব ধন ।

বু। (মূর করে) আর তুমি আমার পাঁটার ঝোলে গোলমরিচ ।

ব। (সহাস্যে) ভাল বৃষধ্বজ দাদা, ভাল হাঁসাকিস্ । (ভুবনের প্রতি) “ প্রিয়ে ঘোম্টা খোল বদন তোল লজ্জা করো না, প্রিয়ে লজ্জা করো না । ”

ভু। বৃষধ্বজ দাদা, আস্থবার সময়ে টিক্‌টিকি পড়েচে ।

আমার বড় ভয় কচ্ছে ।

বু। ভয় কিসের ? বসন্ত বাবু সেই গানটা গাওনা ।

ব। আমার হয়ে তুমি গাও ।

বু। আচ্ছা, বল্লে, গাই—

রাগিণী বাঁরোয়া, তাল ঠুংরি ।

পিরিতি মুখেরি কারন্ ।

সে মুখে বঞ্চিত জনে বৃথাই জীবন্ ॥

বিরহেতে যত দুখ, মিলনেতে তত সুখ,

দুখ না পাইলে সুখ, হয় কি কখন ॥

সুরভি কমল দলে, কণ্টক থাকে মৃগালে,

সে কারণে কেবা করে তারে অযতন্ ॥

ব। বেশ! বৃষধ্বজ দাদা, বেশ,—প্রিয়ে শুনলে ত ? এখন
পর্যন্ত বিরস বদন—

নেপথ্যে । ১ জন । কোন্‌দিগে গেচে, কোন্‌দিগে গেচে ?

ঐ । ২য় জন । থানা পেরিয়ে বাগানের তেতর গেচে ।

ব। বৃষধ্বজ দাদা, ও কি শব্দ হয় ?

নেপথ্যে । ১ম । দুটোতেই কি গেচে ?

ঐ । ২য় । হাঁ। দুটোতেই গেচে ।—আমি ঠিক্‌ দেখেচি ।

ঐ । ১ম । তবে চল যাই, এই বেলা ধরিগে ।

ভু। (সত্যে) বৃষধ্বজ দাদা রক্ষে কর, সর্বনাশ হলো !

আমাদের ধর্মে আস্চে—

বু। (সত্যে) তাই ত, কি হলো ?—

নেপথ্যে । ১ য় । কোন্ দিগে হে ?

ঐ । ২ য় । অহ্নি সোজা চল ।

ভু ও ব । (সত্যে) বৃষস্বজ দাদা রক্ষে কর, তারা এলো—
ধল্লৈ বলে—হে দাদা তোর পায়ে পড়ি । (পায়ে
পতন)

রু । ঋঃ শালারা, আপনি বাঁচলে বাপের নাম । (পা-
ছাড়াইয়া পলায়ন)

ভু ও ব । বৃষস্বজ দাদা আমাদের ফেলে যাস্নি, দোহাই
দাদা, দোহাই দাদা । (উভয়ের পলায়ন ।)

নেপথ্যে । ২ য় । কেমন হে, দেখতে পেলো ?

ঐ । ১ য় । কৈ না । কোথায় দিয়ে গেল ঐ এমন
চরিত্ত গরু ত আনি কখন দেখিনি ।

(এক জন দড়ি হাতে, অপর ব্যক্তির লাঠী হাতে প্রবেশ)

২ য় । গলায় দড়ি অছে ত ?

১ য় । আছে বৈকি । দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে এসেচে ।

২ য় । এ অন্ধকার রাত্রে কেমন করে ধরা যাবে ?

১ য় । যে ভয়ানক বন, সাপেই খায়, কি ভূতেই ঘাড় মট-
কায়, আন্ধা না চল যাই ।

২ য় । কায়ে কায়েই, কাল তখন থানায় খোঁজা যাবে ।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয়াক্ষ ।

প্রথম গর্ভাক্ষ ।

শ্যামাচরণের বৈঠকখানা ।

শ্যামাচরণ, হরিনাথ ও গোপীমোহন উপবিষ্ট ।

হ । এমন্ তয়ানক লোক ত আনি কখন দেখিনি—

তার পর শুনি ।

শ্যা । আর একটা দেখ, বিশু খুড়োর হাজার টাকা ফাঁকি দিলে ।

হ । কেমন করে ?

শ্যা । তা বুঝি তুমি আজও শোননি ?—বিশু খুড়ো খত লিখে বৃষধ্বজের কাছে হাজার টাকা কর্জ করেন্ । ছ-মাস পরে বিশু খুড়ো ওরে খত ফিরিয়ে দিয়ে টাকা নিয়ে যেতে বলেন্ । ও ত এক দিন্ বিকেলে বিশু খুড়োর বৈটক খানায় এলো, আমরা তখন সেখানে ঘোঁসে । বিশু খুড়ো আসল হাজার টাকা আর তার মুন পঞ্চাশ টাকা গণে দিলেন্ । তার পর খত ফেরত চাইলেন্ ; বৃষধ্বজ পকেটে হাত দিয়ে বল্লে ঐ যা সেখানা ভুলে বাক্সের উপর ফেলে এসেচি, এক জন লোক সঙ্গে দেও পাটীয়ে দিগে । বিশু খুড়ো ভাল মানুষ, আর বৃষধ্বজ তার আত্মীয়, তিনি মনে কল্লেন না যে বৃষধ্বজ তাঁর সঙ্গে

জুয়াচুরি খেলচে । এক জন লোক সঙ্গেদিলেন ।
ও তুটাকা হাতে করে নিয়ে ঘরে গেল ; গিয়ে একবার
বাড়ীর ভেতর থেকে এসে বলে “আমার পরিবার
কোথায় তুলে রেখে ঘাট সরতে গেছে, আজু হচ্ছে
না, কাল সকালে আমিই নিয়ে যাব ।” লোকটা ফিরে
এসে এই কথা বলে ।

হ । তার পর ?

শ্যা । তার পর সেই এক কালু বলেই ত এক মাস কেটে
গেল । এর মধ্যে বৃষধ্বজ চুপিচুপি সেই খতের টাকা
পাবার জন্যে কোর্টে নালিশ করলে । ৬ই ফেব্রু-
য়ারি দিন স্থির হলো ; আমরা সাক্ষী ছিলাম, গেলাম,
সাক্ষী দিলাম । সাক্ষীর জবানবন্দী যত দূর মিলতে
পারে তা মিললো । ও বেটার মিথ্যে এক রকম
প্রমাণ হলো—কিন্তু হাকিম বলে—“যদিও সাক্ষীর
সকলে এক রকম জবানবন্দী দিচ্ছে, কিন্তু মকদ্দমার
অবস্থায় এক রকম জানা যাচ্ছে যে, বৃষধ্বজের খত
মিথ্যে নয় । অতএব মকদ্দমা ডিক্রী দেওয়া গেল ।”

হ । তার পর ?

শ্যা । বিশু খুড়াকে হাজার টাকা তার মুদ ৬৩ টাকা আর
মকদ্দমার খরচা দিতে হলো ।

হ । কি জোচ্চোর !—আর ওর ভয়ানক অহঙ্কার ।

শ্যা । অহঙ্কার যেন মূর্ত্তিমান্—থেকে থেকে গোঁপে চাড়া
দিয়ে বলা হয় “এখানে লোক কেহে ? সকল বেটাকে
ত ভেড়া বানিয়ে রেখেছি ।”

(কাঁদিতে কাঁদিতে এবটা বৃদ্ধার প্রবেশ ।)

সু ১ (সরোদনে) শ্যাম বাবু! ধরন বাবা, রঞ্জে কর বাবা,
নেরে ফেলৈ বাবা—

শ্যা ১ কি গা দ্বিমনের মা, কি হয়েছে? কি হয়েছে?

সু ১ বাবা, নেরে ফেলৈ বাবা, নেরে ফেলৈ ।

শ্যা ১ চুপ কর, চুপ কর, কি হয়েছে বল দেখি ।

সু ১ ঐ ডেকুরা আঁটকুড়ীর ব্যাটা লাটি নেরে আমার কোমর
ভেঙে দিয়েচে রে বাপু, আর পেচনে পেচনে ভেঙে
এসেছিল ।

শ্যা ১ কে, কে?

সু ১ ঐ বেমা আঁটকুড়ীর বেটা ।

হ ১ কে বৃষধ্বজ?

সু ১ হাঁরে বাবা ।

শ্যা ১ কেন? সে লাটি মালৈ কেন?

সু ১ আজ দুপুর বেলা বাবা, আমার আগড় ভেঙে ঘরের
তিতর ঢুকে ওর গরু হাঁড়ি কুঁড়ি ভেঙে চুরে, চাল
ডাল খেয়ে, হেগে মুতে এক ছত্তর করে গেচে ।

হ ১ তার পর?

সু ১ আমি ঘরে এসে দেখি বাবা এই কাণ্ড—আমি কি
জানি ওর গরু—তা হলে কি বাবা কিছু বলি—আমি
বল্লুম “কোন্ আঁটকুড়ীর বেটার গরু আমার সর্বনাশ
করে গেছে—বেটার গরুকে খেতে দিতে পারিস্নে
ত এমন গরু পুষে লোকের বাপাস্ত খাস কেন?” সব
মস্তর এই কথাটি বলিচি, অহনি বেটা দৌড়ে লাটি

হাতে করে এসে, আমার কোমরে এক ঘা মারলে ; আর যাচ্ছে তাই খিন্তি কব্বে কব্বে তোমার বাড়ীর ধার পর্যন্ত তেমে এলোরে বাবা । (রোদন)

হ । কেঁদনা বাছা, কেঁদনা ।

বু । বাবা আমার কেউ নেই, আশিরাশির মা ছিলো, ভিকিরি হইটি. আশা পাঁচ রোলুগারে বেটা ছিল, পোড়া যোহুরায় খেয়েচে —তোমরা যদি বাবা রক্ষে কর ত এ গরিব ব্রাহ্মণের মেয়ে বাঁচে । (রোদন)

গো । দেখলে বেসার অত্যাচার,? এই গরিব বেচারাদের উপর এত অত্যাচার? আমাদের কি গায়ের রক্ত জল? আমরা গ্রামের হক্কি ভাঙ্গে দৌস্তুর, সে বেটা জানাই । আমরা এক দিন দুটো অন্যান্য কল্লে ও লোকে সহিতে পারে ---জানাই বেটারদের অত্যাচার কেন সহিবে?—বেটা যেন দেশের বক্কা হয়ে দাঁড়িয়েচে । আমার ইচ্ছে হক্কে, পাজি বেটা কইডিষ খেগো, বাকরগঞ্জ বাঙালকে আঁশ বাঁটাতে কেটে লুন চেসে দি ।—বেটা জলে হেগো—

শ্যা । ওপি একটু থাম থাম ।

হ । কেঁদনা বাছা তাইতো হে, এ বেটা ত ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ কল্লে !

শ্যা । আর কলিকাল—

“ নিবীৰ্য্য পৃথিবী নিরৌষধিরসা, নীচা মহজ্জং-
গতাঃ, ভূশালা নিজধর্মকর্মরহিতা, বিপ্রাঃ কুমার্গং
গতাঃ । ভার্য্যা ভর্তৃবিরোধিনী পররতা, পুত্রাঃ

পিতৃদ্বৈষিণঃ; হাকষ্টং খলুবর্জিতে কলিযুগে ধন্যা নরা
যে মৃত্যুঃ ।

হ । কি হলো, বাঙলা করে বল দেখি ।

শ্যামা । “নির্বীৰ্য্যা পৃথিবী নিরৌষধিরসাম্” অনুরূপ যে পৃ-
থিবী সে ঔষধিরসবিহীন; অর্থাৎ অন্যান্য যুগে
পৃথিবীতে যেমন শস্যাদি জন্মাত, এখন আর তে
মন জন্মায় না । “নীচা মহত্ত্বং গতা” নীচ লোক যার
তারাই মহৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে । “ভূপালা নিজ ধর্ম-
কর্ম রহিতা” রাজারা ধর্ম কর্ম রহিত হয়েছে, অ-
র্থাৎ অন্যায় রূপে প্রজাপীড়নাদি কচ্ছে । “ভূপালা
নিজ ধর্ম কর্ম রহিতা” আর “বিপ্রাঃ কুমার্গং গতাঃ”
ব্রাহ্মণেরা কুপথ অবলম্বন করেছে । “ভার্য্যা ভর্তৃ
বিরোধিনী পররতা,” পর পুরুষে আসক্ত যে স্ত্রী সে
পতির সহিত বিরোধ করে । আর “পুত্রাঃ পিতৃ-
দ্বৈষিণঃ” পুত্রেরা পিতার হিংসা করে । “হাকষ্টং
খলুবর্জিতে কলিযুগে ধন্যা নরা যে মৃত্যুঃ” কলিযুগে
কেবল কষ্টই বাড়ছে, যারা মরে গেছে তারাই ধন্য;
অর্থাৎ কলিযুগে বেঁচে থাকা কেবল কষ্ট ভোগের
জন্য ।

হ । যথার্থ কথা ।

শ্যামা । স্বিজনের মা চল দেখি হরি দাদার কাছে যাই, তিনি
যদি এর একটা হেস্তনেস্ত কস্তে পারেন্ ।

হু । চল বাবা ।

(সকলের প্রস্থান ।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

বৃষধ্বজের গৃহ ।

বৃষধ্বজ ও রঘুরাম উপবিষ্ট ।

রু। কেনন রঘুরাম পার্কে ত ?

রু। দাদাঠাকুর, “ জন্ম গেল ছেলে খেয়ে আজ বলে ডান্ ” ঐ কর্ম করে দাড়ী গোঁপ পাকালুম। আমার অগাদ্য কি আছে?—বিশ্বস্তরপুরের ঘোষেদের বাড়ীর কাণ্ডটা কি মনে নেই?

রু। তুমি যে এ বিষয়ের ওস্তাদ, তা আমি বিলক্ষণ জানি ; তবে কি না এটা কিছু শক্ত ।

রু। এমন্ শক্তই বা কি ?

রু। কি জান রঘুরাম, সে হলো ডাকাতি, এ হলো খুন । এতে একটু বিশেষ সাবধান হয়ে কাজ কর্ত্তে হবে ।

রু। দাদা ঠাকুর, এহাতে অনেক কাতলা ভেসেছে ।

রু। তা না হলেই বা তোমাকে ডাক্ব কেন ?

রু। এখন্ সন্ধান গুলো বলে দাও দেখি ।

রু। নোন দিয়ে শোন—বরানগরের কোন্‌খানে আমার স্বস্তর বাড়ী তা ত তুমি জানই—রাস্তার ধারে উস্তোর দোয়ারী বড় দোতারা বাড়ী ।

রু। তা আমি জানি । কিন্তু তোমার স্বস্তর কোন্‌ ঘরে শোয়, কোন্‌ সিঁড়িতে উঠতে হবে, সেটা বলে দাও ।

রু। বাড়ীর পশ্চিম পাশে একটা বড় পুকুর আছে ।

র। আছে বটে, একটা এঁদো দিগি ।

র। সেই পুকুরের দক্ষিণ ধারে একটা সুঁড়ি রাস্তা আছে, তার দু ধারে বন । সেই রাস্তা দিয়ে পূর্বোমুখে গিয়ে, বাড়ীর গায়েই একটা তেঁতুল গাছ দেখতে পাবে । সেই তেঁতুল গাছে উঠে, ডাল ধরে গোয়াল বাড়ীর ছাতের উপর উঠবে । সেখান থেকে কেটো সিঁড়ি দিয়ে নেবে, রান্নাবাড়ীর ভেতর ঢুকবে ।

র। তার পর ?

র। তার পর, রান্না বাড়ীর উত্তর পূর্ব কোণে একটা ছোট দরজায় তাল লাগান দেখতে পাবে । সেই তালটি ভাঙতে হবে । দরজা খুললেই উপরে ওটবার চোরা সিঁড়ি । সেই সিঁড়িতে উঠে, দরদালানে ঢুকতে একটা দরজা আছে । সে দরজাটা খুব সাবধানে খুলবে, কেননা সেটা হাঁসকল লাগান, খুলতে বড় শব্দ হয় ।

র। তার এক উপায় আছে ।

র। কি উপায় ?

র। হাঁসকলে একটু জল দিলে আর শব্দ হবে না ।

র। সেখানে তুমি জল পাবে কোথা ?

র। যাবার সময়ে একটা ছোট ভাঁড় গলায় বেঁধে, তাইতে করে জল নেব ।

র। বেশ রঘুরাম, তুমি না হলে একাজ কি কেউ পারে ? তার পর দরদালানে ঢুকবে । পাশের বারাণ্ডায় একটা কুকুর শুয়ে থাকে । সেটা তোমাকে দেখতে পে-

লেই ডাক্বে । যাতে না ডাক্তে পারে তা করে ।

র । কোমরে ন্যাকড়া বেঁদে খান্ কতক পাঁটার হাড় বেঁদে নিয়ে যাব, এক খানা এক খানা করে দেব । তা হলে আর ডাক্বে না ।

র । ভালা মোর দাদারে ! তোর পায়ের ধুলো নিই ।

র । অমন্ কথা বলো না দাদাঠাকুর ।

র । তার পর, দুটো ঘর পেরিয়েই যে ঘর সেই ঘরে আমার স্বশুর শোয় । দরজা ভেজান থাকে, আস্তে আস্তে চেল্লেই খুলে যাবে । ঘরে ঢুকতেই ডানহাতি খাট, সেই খানে কাপড় দে মুখ চেপে ধরে আর এই—
(ছুরিকা প্রদর্শন)

র । আচ্ছা—ছুরি খানা দাও । (ছুরিকা গ্রহণ)—এছোরা পোলে কোথা ?

র । ও অনেক যোগাড় করে নেপাল থেকে আনিয়েছিলুম । তা এটা হচ্ছে কবে ?

র । আজ রাত্তিরে হচ্ছে না, কালই হবে । আজ যাই ।

র । একটু মদ খেয়ে যাও ।

র । পেসাদ দেবে একটু ত দাও ।

র । (বোতল হইতে মদ্য ঢালিয়া স্বয়ং পান ও রঘুকে এক গ্লাস প্রদান) নাও—

র । দাদা ঠাকুর, এক গ্লাসে আমার কি হবে ? “জাত্ ও যাবে পেট ও ভৰ্কে না ।”

র । এই নাও, বোতল শুদ্ধ । (বোতল প্রদান)

র । (বোতল শুদ্ধ পান)

রু। এখন হবে ত ?

রু। এর ওপর ৪টি হিলিম গাঁজা খেলে, তবে হবে।

রু। “মরু কি বাত্ হাতি কি দাঁত ।” এই নাও তৈরি কর।
(গাঁজা প্রদান।)

রু। জয়কালী ! দাও দাদাঠাকুর। (গাঁজা গ্রহণ ; টি-
পিতে টিপিতে) বাধুৎ গাঁজাকে ময়দা করে
ফেলে দেব —হঁ। দাদাঠাকুর, সে মাগী এখন কোথা
আছে ?

রু। কোন্ মাগী ?

রু। সেই যে রামকেউপুর থেকে তোমাতে আমাতে গিয়ে
বার করে আনি।

রু। ও হ্যাঁ। হ্যাঁ, সে এখন নাম লিখিয়েছে। শালী চন্দ্র
আইনে পড়েচে, মাসে দুবার করে একজামিন্ দিতে
হয়।

রু। আর সেই কম্বলীর মেয়ে ? যার গয়না নিয়ে রাস্তিরে
পিটুটান দিয়েছিলে ?

রু। সে শালী চন্দ্র আইনের ভয়ে ফরাশডাঙ্গা পালিয়েচে।

রু। বটে ?—দোক্তা কৈ ?

রু। মাদুরের নীচে আছে ; আর ঐ মালুসাতে আশুণ
আছে।

রু। (গাঁজা সাজিয়া) নাও দাদাঠাকুর।

রু। তুই আগে থা।

রু। তাওকি হয় ?—তুমি হচ্চো বামন, দেবতা ; তোমার
পেসাদ না হলে কি খেতে পারি ?

রু। খাওনা, খাওনা, তাতে দোষ কি ? “ অগ্রে ব্রাহ্মণে
দদ্যা, যদি শূদ্র নবিদ্যাতে । ” তুমি আগে খাও ।

রু। (খাইয়া) এই নাও ; আমি চল্লুম। প্রেণাম (প্র-
ণাম ।)

রু। (লইয়া) কল্যাণ হক্। দেখ যেন কাল নিগ্ঘাত
হয় ।

রু। কাল নিগ্ঘাতই হবে । (প্রস্থান)

রু। (খাইয়া, হুকো রাখিয়া) এইটী আমার শেষ আশা ।
স্বশুর বেটাকে মেরে ফেলতে পাল্লেই আমি নিশ্চিন্ত ।
যে জাল উইল তৈরি করিচি, তাতে আর কোন শালা
দস্তক্ষুট কর্তে পার্কে না । সমুদয় বিষয়টাই আ-
মার হবে, আমি এক জন মস্ত জমীদার হব, তাঁবে
হাজার লেঠেল রাখব, আর মাসে হাজার সতীত্ব
বাজেয়াপ্ত করুব । রঘো বেটা যে রকম তৈরি তাতে
ওবেটা থুন করে আসবেই । দেখি কি ঘটে ওঠে ।
——কলির রাজা হচ্ছে অধর্ম ; এখন যে ধর্মপথে
চলে তার ভাল হয় না ; এখন যে পরের সর্বনাশ
কর্তে পারে লক্ষ্মী তারই ঘরে অচলা—

রাগিণী বেহাগ, তাল আড়াঠেকা ।

পর সর্বনাশ কর যদি সুখী হবে মন ।

বিনা পরিশ্রমে পাবে কতই অমূল্য ধন ॥

মুরার হও কিঙ্কর, বুদ্ধির হইবে জোর,

সুরাপদ না সেবিলে, রহিবে পশু মতন ॥

ধর্মনাশ, মিথ্যাকথা, জুয়াচুরি নয়হতা,

বদনাসি, বাইপাড়ি আর কর অঙ্গ আভর ॥

(উষ্টি ১) যাই এতদ্বার অ'ছ'ড'র দিকে । (প্রহান ১)

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গর্তাঙ্ক ।

বেচারামের বৈটকখানা ।

বেচারাম উপবিষ্ট ।

বে। (স্বগত) “কপালে লিখিতং ধাতা কে করে খ-
গুন।” তা না হলে যনোবেটার এত সৌভাগ্য
হয়। বেটর বাপ নতুন বোতল বিক্রী করে, বেটা
হয়েছে কি না ডিপুটি মেস্টার। বিষয় ত কম করে
নি, লগৎ ক্যাশও শুনেছি অনেক। কিন্তু এবোটাকে
ফাঁকি দেওয়া বড় সহজ নয়, বেটা আদালতে। তা
বলে এত বাড়ুও ত চকের উপর দেখা যায় না। এর
ভেতর ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল্ হয়ে বেরুতে পাগ্লেই
স্ববিদে।—বৃষধ্বজ হচে আমার মুন্সী; তার সঙ্গে
পরামর্শ করে এর একটা হেস্টনেস্ত কর্তে হবে।—
এই যে নাম কর্তেই - —ভায়া এ ব্যাপার কি?

(গলায় কাছা বৃষধ্বজের প্রবেশ।)

বৃ। আর কি? পিতাঠাকুরের ও প্রাপ্তি হয়েছে।

বে। বল কি ? আজ ক দিন ?—আগন আনরে
তোলা—

বু। আজ ন দিন। কালরাত্রিরে সংবাদ পেলুম।
(তোলার আগন আনয়ন ও বৃষধ্বজের উপবেশন।)
আজ ন দিন হলো, দাদা কেনন করে যে কি হবে
তা কিছুই বুঝতে পারি না। দাদা তুমি বই আমার
আর আপনার কে আছে বল ? যাতে শুদ্ধ হই, তা
কর্ত্তে হবে।

বে। ভায়া সে কথা আমাকে বলা তোমার বাহুল্য।——
এস বিদ্যাবাগীশ। (বিদ্যাবাগীশের প্রবেশ।)

বি। ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। বৃষধ্বজ বাবু একি ?

বু। পিতাঠাকুরের—

বি। আহা হা।——(উপবেশন করিয়া নস্য গ্রহণ
পূর্বক) তবে এখন শ্রাদ্ধাদির উদ্যোগ কি রূপ
হচ্ছে ?

বে। দলস্থ সমুদয় গুলিই হবে। (বৃষধ্বজের প্রতি)°
কেনন আর সকল বাড়ীতে দ্বারস্থ হওয়া হয়েছিল ত ?

বু। হাঁ, আমাদের দলের প্রায় সকল বাড়ীতেই যাওয়া
হয়েছিল।

বে। তা বৈকি ? তুমি আর কি ওদলের পাজি বেটাদের
বাড়ীতে দাবে ?

(মহেশ্বর ও গদাধরের প্রবেশ।)

বি। আস্তাজ্ঞে হোক্——গদাধর বাবু কি মনে করে ?

গ। খুড়োমশায়ের পীড়া হয়েছিল, একদিন আস্তে

পারিনি—আজ একবার দেখতে এলুম্ ।

(গদা ও মহেশের উপবেশন ।)

ম । খুড়োমশার এখন ব্যারামটা তবে বেশ সেরেচে ?

বে । হাঁ বাপু এ কদিন ত একটু আছি ভাল । কিন্তু বাপু নাহক্ অনেক গুলো টাকা খরচ হয়ে গেচে ।

বি । তা বটেই ত, “ যদি কশিৎ বরেন্দোষঃ কিং ধনেন কুলেন বা ” যদি শরীরেই ব্যারাম রইলো, তবে ধনেই বা কায কি, আর কুলেই বা কায কি ?

ম । হাঁ, আর লোকে কথায় বলে “ আপনি বাঁচলে বাপের নাম । ”

ম । আমি ও ব্যারামের জন্যে আপনাকে দেখতে আস্‌বার সাবকাশ পাইনি ।

বি । আপনার কি পীড়া ?

ম । এই কেমন কাণ ভেঁ। ভেঁ। করে, গা ভারি—

বি । ঠিক, ঠিক,—আমি নিদানে পড়েছি,—“ভেঁ। ভেঁ। বৃক্ষা পর্কতস্থা বহু কুসুমযুতা বায়ুনা ঘূর্ণমানা । ” কাণ ভেঁ। ভেঁ। করে, শরীর পর্কতের ন্যায় ভারি বোধ হয়, আর বায়ু, পিঙ্গি, কফ এই তিন ধাতু মানুষের শরীরে আছে, তারির মধ্যে বায়েতে মাতা ঘোরে ।

গ । বিদ্যেবাগীশ মশায়ের ত দেখতে পাই সকল শাস্ত্রই জানা আছে ।

বি । বাপু তবে মজা শোন—জ্ঞানানন্দ চক্রবর্তীর মাতৃ-প্রাক্ত মহাসমারোহ—এলাহি কাণ্ড কারখানা । কে-

বল “দীয়তাং ভূত্যাং” শব্দ। বিশ মন ময়দা ভাজা হয়েছে, তদুপযুক্ত মিষ্টান্ন। অধ্যাপকদের জন্যে ছানা, চিনি, কীর, দধি, প্রচুর আত্র, অতি উত্তম মোঙার আয়োজন হয়েছে। এসওয়ায় নীচ লোকদের জন্যে ত্রিশ চল্লিশ ডোল্ চিড়ে মুহুঁকি আর বিশ ত্রিশ নোন সন্দেশ। সভায় বসে নাদাপেটা ভাঙ্গা-জিঁরা তর্ক কচ্ছে। শর্মা ত দীর্ঘ কোঁটা কেটে উপস্থিত। এক জন হাঁদা রকম ভাঙ্গাজিঁরাকে তাকে প্রস্তুত কচ্ছে। আর মুহুঁমুহু তামাক, শর্মার পোহাবারো।

বে। ওরে ভোলা—বেটা বাবুদের তামাক দেবে কে রে শালা?

ম। তার পর?

বি। প্রস্তুত করি ত কর ন্যায়ভূষণ দাদাকে। ন্যায়ভূষণ দাদা তো বেগতিক দেকে প্রেস্টাব কর্তে সল্লেন।

গ। কোন্ ন্যায়ভূষণ?

বু। এ কেল্লার। তিনি বিদ্যাবিশয়ে না ভগবতী। তাঁকে প্রস্তুত? তার কোন গুণে ঘাটনেই!

গ। কেল্লা কি? গাঁজার আড্ডা বটে? তা স্থানটা দ্বিতীয় বাগ্‌বাজার হয়ে উল্লে দেক্‌তে পাই।

বি। ন্যায়ভূষণ মশায়ের লেনা করা বড় অন্যায়।

বে। ছোড় দাও বাজে কথা। তার পর?

বি। আনিদেকি গ্রামের অপমান হয়। কি করি, এগিয়ে গিয়ে ডিক্‌লস্‌ করুন “প্রস্তুত কি?” তিনি

বলেন্ ঘণ্টের সমবায়ের আর অসমবায়ের কারণ কি? আমি বল্লুম এত প্রস্তুতই হয় নি। ঘট অচেতন পদার্থ। তার কি নাড়ী আছে যে বাইয়ের কম বেশ হবে? এই উত্তর কর্ত্তেই চারি দিক্ থেকে ধন্য ধন্য রব উঠলে। পেটমোটা ভাঙ্গাজি তো লজ্জায় অধোবদন।

(ভোলার তামাক প্রদান ও গ্রহণ।)

রু। ভাগ্যিশ্ বিদ্যেবাগীশ্ থুড়ো ছিলেন্ তাই গ্রামের মান বেঁচে গেছে। আর গ্রামেই বা লোক কে? সব ব্যাটা তো জোচ্ছোর!

বে। সে দিন দেখ, গোবর্দ্ধন পব্লিক লাইব্রেরি বলে কতক টাকা কাঁকি দিলে।

বি। সে কি? নাচ্ না থিয়েটারি?

রু। তা হলে ত জাস্তম্ একটা কাজ্ হলো।—সে কি জ্ঞান, এক ষায়গায় কতকগুলো কেতাব থাক্বে, আর ষার খুসি গিয়ে পড়তে পার্বে।

বি। আহা বড় কাজ্ই কল্লেন্!

ম। (তামাক খাইয়া) হুঁকোতে যে কিছু নেই।

বে। আরে বেটা ভোলা এ দিকে আয় ত। (ভোলার প্রবেশ) হারামজাদা বেটা শালা সব তামাক পথে খেয়েছিস্, ইচ্ছে হচ্ছে বেটার কাণ কেটে দি। এই নে যা বেটা, দেখিস্ সকলের যেন ভাল রকম হয়। মশায় গত মাসে সাড়ে তিন পয়সা বাজ্রে খরচ করিয়েছে। (ভোলার গ্রহণ।)

গ। খুড়ো মশায়, আমরা আসি। একটু বিশেষ কাজ আছে।

বে। এস বাপু। (উভয়ের প্রস্থান ।)

বি। মহেশ্বর লোকটা খুব সাত্ত্বিক।

বু। ঐ যা ছাপার হরপে। “ হরিনামে সবন্ধ নেই, মালায় ঠক্ ঠক ” ।

বে। না হে না, ও লোক ভাল। আমার কথায় গণেশের ছেলের ভাতের এক চুব্‌ড়ি নাড়ু ফিরিয়ে দিলে। আর যেখানে রেখেছেলো সেখানটায় গোবর দেওয়ালে ।

বি। তবে ওর দলাদলিতে অঁট আছে ?

বে। বিলক্ষণ আছে !

বি। কিন্তু গদাধরটা বিষম জ্ঞেণ ।

বু। ও অপবাদটা আমাকে কেউ দিতে পার্কে না।

বে। না, ভায়ার পিটে হপ্তায় হপ্তায় দু চার যা খ্যাংরার দাগ যা দেখতে পাওয়া যায়।

বি। বটে ?—তবে গাজোস্থান কর।

বু। আজ্ঞা। দাদা তবে বিকেলা যাবেন, উজ্জুগ সুজ্জুগ আপনি গেলে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান]

বে। যাই আমি ও। (প্রস্থান)



দ্বিতীয় গর্তীক ।

কবব-স্থান ।

গোপীমোহন উপবিষ্ট ।

গো ! (চতুর্দিক অবলোকন করিয়া, স্বগতঃ) কই, এখন ও ত কেউ এলো না দেখ্‌চি । এরা সব গেলো কোথায় ? কারখানায় ত দেখ্‌তে পেলেন না । আহা ! কি কুরকুরে হাওয়া এসে গাটা ঠাণ্ডা করে দিলে গা ! কি রমনীয় স্থানটী ! একে বিকেল ব্যালা, রোদ পড়ে গিয়েছে । তাই আবার ফুলের গন্ধ ভুর ভুর কচ্ছে । তা হলে হবে কি, যে ফচ্‌কে ছেলে গুলো আস্‌তে আরম্ভ করেছে, তা তাদের জ্বালায় এমন যায়গায় দু দণ্ড মন খুলে আয়েস করবার যো নেই । যাই হোক, এখানে কত মজা হয়ে গেছে ! (কিৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) যাই হোক বেটা বেটা কি বাড়ানটাই বাড়িয়েছে । বেটার এই এক বিশেষ মায়া, যার সর্বনাশ করবে তার বিপদে বুক দিয়ে, গাঁটের টাকা দিয়ে পর্য্যন্ত উপকার করে, শেষে কুড়ুলের ঘা মারে । বেটা এখন ফুল বাবু হয়ে দাঁড়িয়েছে । আর হবে না কেন ? লোকের দেদার সর্বনাশ আরম্ভ করেছে । মকদ্দমা মকদ্দমা বই আর কথা নাই !—গোটাকতক বদমায়েস্‌ লোক অধীনে আছে, তাদের দিয়েই মকদ্দমা পেশ আর ডিক্রী ।—শ্লিপার ভিন্ন পায়ে দেন না । বেটা

সে দিন দরজিকে ফরমাস্ দিচ্ছেন কি না—ড-
বলস্প্রিং জামা । দরজি সাহেবের বাড়ী কাজ
করে—কিন্তু তার বাপের ডয়ে ডবলস্প্রিং জামা
শোনেনি—শুনেই অবাক্ । দরজি বলে ডবলক্যাপ ।
আবার বেটা এমনি চোঁটকাটা—বল্লেন কি না
আমাদের বাথরগঞ্জে ডবলস্প্রিং জামা পাওয়া যায়,
তুই বেটা কিছু জানিস্নে, বলেই বিদায় করে দিলে ।
যা হোক এইবার টেবুটি পেয়েছেন । (অন্তরে দেখিয়া)
কে ও গান করে কে ? এই যে হরিনাথ আস্চে ।
তবু বাঁচা গেল, দুটো কথা কয়ে হাঁপ ছাড়া যাবে ।

(হরিনাথের গাটতে গাটতে আগমন ও

গোপীকে দেখিয়া)

হ । আরে কেহে—গোপী যে, খবর কি ? একলা বসে যে ?

গো । আর বাবা, একলা নয়ত দোকলা পাব কোথায় ?

হ । কেন ? আমাদের কোন্ ডাকুলে ?

গো । বলি, হাতে ও কেতাব থানা কি ?

হ । ও এক থানা নাটক ।

গো । না টক, না মিষ্টি ।—নামটা কি ?

হ । “মুখা না গরল ?”

গো । জ্ঞানধন ভায়ার লেখা ?—হুঃ—

“বন্ধিমের মত নাই কলনের জোর ।

নভেল হলো না লেখা এ রাতিত ভোর ॥

অই দেখ দীনবন্ধু ! তোমায় দেখিয়া ।

নাটক লিখিতে যান কত কত মিয়া ॥

লেখনী সিঁদের কাটি ডান হাতে করি ।

বই না বাহির হতে হয় ধরাধরি ॥”

—ওহে আর একটা কথা শুনেচ ?

হ । কি হে ?

গো । বেবা বেটা ত বাপের আঁক কল্লে, কাচা গলায় দিলে,
দলাদলির ঘোঁট লাগালে। তার পর সব চুকে গেল।
শেষে দিন কতক পরে, তার বাপ হুঁড়তে ফুঁড়তে
এসে উপস্থিত। বেবা দেখেই ভেবা গজারাম।

হ । তার পর ?

গো । তার পর মাথা আর মুণ্ডু। বাপ ব্যাটাকে তো গালা-
গাল দিতে লাগল। বেবা না রাম না গজা। চুপে
চুপে বাপকে দেশে পাটিয়ে দিলে। কিন্তু বাবা দেশে
এক ঘরে করেছে।

হ । আচ্ছা, এটা ঘটালে কে বল দেখি ?

গো । এ ভুণ্ডুলের কাজ। কেননা সে এক দিন কথায় কথায়
প্রকাশ করলে।

হ । যাহোক খুব জব্দ হয়েছে ?

গো । হাঁ তা আর বলতে ?

হ । এখন তার মকদ্দমার খবর কি বল দেখি ?

গো । খবর চুড়ন্ত ! দুইজনকেই শোসনে ঠেলেচে। বেবা
ব্যারিষ্টার দিয়েচে। কিন্তু বাবা কুঁদের মুকে
বাঁক থাকবে না। ব্যারিষ্টারের প্লীডিং আশ্বিনের

সাইক্লোনে ধূলিমুক্তি প্রক্ষেপ হবে । কোথায় যে উড়ে
যাবে তার অঙ্কি সঙ্কি পাওয়া যাবে না ।

হ । এই বারে তবে বাছাধন টের পেয়েচেন্ ?

গো । টের পাওয়া বল্চ কি ? চিত্রগুপ্ত উদিকে খাতার
পাতা ওল্টাতে আরম্ভ করেচেন্ ।

হ । এমন্ গতিক্ ?

গো । তা আর হবে না ? ব্যাপারটী যে ভয়ানক !

হ । মকদ্দমার দিন হয়েছে কবে ?

গো । কাল্ । তুমি দেখতে যাও যদি, তো খেয়ে দেয়ে
আমাদের বাড়ী এসো । একত্রে যাওয়া যাবে ।

হ । হাঁ দেখতে যেতে হবে বৈকি । চল এখন্ যাওয়া
যাক্, সঙ্গে হয়ে এলো ।

গো । চল । আমাকে আবার কন্সার্টে যেতে হবে ।

(উভয়ের প্রস্থান ।)

তৃতীয় গর্তাঙ্ক ।

A COURT OF JUSTICE.

Enter the Judge, 5 jurors, Pleaders, Inspectors,
বৃষধ্বজ, রঘুরাম and others.

Judge.—Gentlemen ! What do you think of the
second prisoner ? I wish to know your opinion.

Jurors.—From the evidence of the Inspector and

other witnesses on the side of the prosecutors, it appears that the defendant বুধধ্বজ ব্যানরজী is *guilty*.

Judge.—Certainly so.—The jurors declare the prisoner বুধধ্বজ ব্যানরজী is guilty of the crime on which he is arraigned. I fully concur in the propriety of the verdict. The evidence of the guilt of the prisoner is, in my opinion, as clear and conclusive as it can be. There is nothing to be urged in the extenuation, why he should not suffer the extreme penalty of law. And I accordingly recommend, that sentence of death be passed on the second prisoner বুধধ্বজ ব্যানরজী also.—Inspector, I commit him to your charge.

Ins. I obey my lord (take them by hand.)

বু। (হাত বাড় করিয়া জজের প্রতি) খোদাবন্দ,
আমি ত মরেছি । যাঁরা এখানে দাঁড়িয়ে বসে আছেন,
যদি হৃদয় দেন তো তাঁদের গোটা কতক কথা বলি ।

Judge.—What does the prisoner say ? (to the Pleader.)

Pleader.—My lord ! He craves the permission of your lordship for speaking a few words to the persons assembled here.

Judge.—Inspector, wait for a moment ; let the prisoner say what he wishes.

Inspector.—I obey my lord.—speak you prisoner.

উকীল । কি বক্তব্য আছে বল ।

বু । মহাশয়েরা আমারে কেউ নিরপরাধী মনে কর্বেন্ না আমি যথার্থই দোষী, আমি যথার্থই পাপী । ফাঁসি আমার পাপের প্রায়-চক্ষু মাত্র । কিন্তু আমি যে সকল পাপ করেছি, তাতে এই একটা শাখা সমূহ প্রায়শ্চিত্ত নয় । এর চেয়ে বেশি যদি কোন শাস্তি প্রচলিত থাকত, যদি তুষানল হত, তবে আমার পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হতে পারত । আমি কুলীন বংশে জন্ম গ্রহণ করে, কুলীন নামের অপমান করেছি । আমি পবিত্র কুলের কুলদ্বার । আমি ছলে, বলে, কৌশলে, শত শত অবলার সতীত্ব কলঙ্কিত করেছি ; আমার কুপরাযশে শত শত ভদ্র সম্ভান সর্বস্বান্ত হয়েছে ; জালিয়াতিতে শত শত লোকের বিষয় লুটে নিয়েছি ; মদ খেতে শিকিয়ে শত শত বংশ উচ্ছন্ন দিয়েছি । আমার মত পাপী বোধ হয় এ জগতে আর কেউ নাই । আমি অর্থের নিমিত্ত নিরাশ্রয় গাঁ-সাই মোহন্তের নিকট হইতে ও নিপীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি ; আমি অর্থের জন্যে ব্রাহ্মণকে পদাঘাত ও মূর্ছাকরাসের পূজা করিয়াছি ; গরিব ব্রাহ্মণের অন্নের সংস্থান ব্রহ্মোত্তর বল পূর্বক গ্রহণ করিয়া বেশ্যাকে দান করিয়াছি । আমি জন্মাবস্থিমে

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু ।

এমন কোন সৎকার্য্য করি নাই, এক্ষণে যাহা স্মরণ করিয়া মনকে কতক প্রবোধ দিতে পারি। ইহকালে ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া যবনের হস্তে অপমৃত্যু হইল, কিন্তু পরজন্মে আমার জন্য কি শাস্তি বিদ্যমান রয়েছে তাহা মনে করিয়া আমার হৃৎকম্প হইতেছে। মহাশয়েরা, গাঁহার। এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁদের কাছে গলায় কপড় দে যোড় হাত করে বলুচি “যে যদি আপনাদের মধ্যে কোন লোকের কোন দোষ থাকে আমার উদ্ধার। দেখে সাবধান হন। পাপ কর্ত্তব্য আর কর্ণে ন।। মহাশয়েরা, ধর্ম্মের দোরে আগড় থাকে না; দশ দিন চোরের এক দিন সেধের। আমি সব দোষে খালাস পেয়ে, শেষে থুন করে প্রাণ হারালেহ। এরিরই নাম—“লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।”

সমাপ্ত ।

এই গ্রন্থখন খানি কলিকাতা বাঁকুয়া ব্রাদার কোম্পানী
দোকানে, সংস্কৃত পুস্তকালয়ে, ভবানীপুর পুস্তকালয়ে
কালীঘাট শীকদার পাড়া রোড ১৩ সংখ্যক ভবনে বিশ্বদু
কার্যালয়ে লোক পাঠাইলে বা মামুল সহিত মূল্য পাঠ
ইলেই অবিলম্বে প্রাপ্ত হইবেন ।

পদ্যপাঠ তৃতীয় ভাগের অর্থ পুস্তক ।

ধাতু, অর্থ, ভাবার্থ, ব্যাখ্যা, সমাস, কুদণ্ড, তদ্ধিত
প্রত্যয়াদি সম্বলিত উক্ত পুস্তক কালীঘাট বিশ্বদুত কার্যালয়ে
ও ভবানীপুর মিসনরি বিদ্যালয়ের অধীন প্রণীতে প্রীযুক্ত
শ্রীযুক্ত নিকট অনুগ্রহ করিলে পাইবেন । মূল্য
তিন আনা মাত্র ।

